Rāmacandra Suryārā

বৌদ্ধোপাসনা

—◌ः০ः◌—

আচিন্দিয়া বুদ্ধ।

বুদ্ধগুন্না আচিন্দয়া।

আচিন্দিয়া গুন্না বুদ্ধ।

অস্যার্থ।

অচিন্তিয় বুদ্ধ।

বুদ্ধ গুন অচিন্তিয়।

অচিন্তিয় গুণবুদ্ধ।

বুদ্ধ শব্দ শ্লোক।

সর্ব্বজ্ঞঃ স্বুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবন্মারজি ল্লোক জিজ্জিনঃ।
ষড়ভিজ্ঞো দশবলো হুদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ সাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্ত্বযঃ॥
গৌতমশ্চার্ক বন্ধুশ্চ মায়াদেবী স্বুতশ্চসঃ॥

বুদ্ধ শব্দের নানানর্থ।

(ক) সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্বং জানাতিযঃ স বোদ্ধাঃ ইত্যর্থ)

অস্যার্থ।

(ক) যাঁহার সকল বিষয় জ্ঞাত সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(খ) সুগতঃ = (সুষ্ঠু সচ্ছন্দেনবা গচ্ছতি সর্ব্ব স্ত্রানাং গূঢ়তম ভাবান্‌হৃদগতং করোতি যঃ স বোদ্ধাঃ ইত্যর্থ)

অস্যার্থ।

(খ) যিনি সুষ্ঠু সচ্ছন্দে বাগমন সকল শাস্ত্রে গূঢ়তম ভাবজানেন সেই বন্ধু।

শ্লোক।

(গ) ধর্ম্মরাজঃ = (ধার্ম্মিকো যোভবতি সবোদ্ধাঃ ইত্যর্থ)

অস্যার্থ ।

(গ) যিনি ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ সেই বুদ্ধ ।

শ্লোক ।

(ঘ) তথাগতঃ = (পারদৃশ্যেত্যর্থ)

অস্যার্থ ।

(ঘ) যিনি পারদর্শী সেই বুদ্ধ ।

শ্লোক ।

(ঙ) সমন্তভদ্রঃ (সমন্ত সর্ব্বদ্যিন্ বিষয়ে ভদ্র যঃ স বোদ্ধাঃ ইত্যর্থ)

অস্যার্থ ।

(ঙ) যিনি সকল বিষয়ে ভদ্র সেই বুদ্ধ ।

শ্লোক ।

(চ) ভগবান্মারজি. = (ভগবান্ মারং কন্দর্পঃ জয়তি বশীকরোতি যঃ স বোদ্ধাঃ জিতেন্দ্রিয়েত্যর্থ

অস্যার্থ ।

(চ) যে ভগবান কামদেবকে জয় করিয়া বশীভূত করিয়াছেন বা জিতেন্দ্রিয় সেই বুদ্ধ ।

শ্লোক।

(ছ) লোকজিজ্জিনঃ = (সর্ব্বলোক বিজেতার যো ভবতি স বোদ্ধাঃ ইত্যর্থ ।

অস্যার্থ।

(ছ) সকল লোকে যিনি জয় করিয়াছেন সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(জ) ষড়ভিজ্ঞোঃ = (ষড় দর্শনে দর্শনশাস্ত্রে যঃ পারদৃশ্যঃ সবোদ্ধাঃ ইত্যর্থ)

অস্যার্থ।

(জ) যিনি ষড়দর্শনে পাবদর্শী বা সংস্কৃত ভাষায় ছয়টি দর্শন শাস্ত্রে যাহার বিশেষ বুৎপত্তি আছে সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(ঝ) দশবলঃ = (দশবল মন্যাস্তিতীতি দশ বলঃ নবদ্বার নিষিদ্ধবৃত্তিঃ তথা শ্বারিবীক বলবানস্য যো ভবতি স বোদ্ধাঃ ইত্যর্থ)

অস্যার্থ।

(ঝ) যিনি দশ প্রকার শক্তি রূপে মনুষ্য স্থিত

করে, স্থিত দশ শক্তি নবদ্বারে রক্ষিত ও শারিরীক শক্তি সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(ঞ) অদ্বয়বাদীঃ = (নদ্বয়ং দ্বিপ্রকারং বদতি যঃ স বোদ্ধাঃ অকপঠাচারীত্যর্থঃ)

অস্যার্থ।

(ঞ) যিনি দুই প্রকার কথা বলেন না বা অকপটাচারী সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(ট) বিনায়কঃ = (বিনীতো যোভবতি স বোদ্ধাঃ ইত্যর্থ)

অস্যার্থ।

(ট) যিনি সকলের নিকট বিনীত বা নম্র সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(ঠ) শাক্যমুনিঃ = (অয়মপিঅস্য বোদ্ধা নাম বিশেষ)

অস্যার্থ।

(ঠ) শাক্যমুনির অপর নাম বুদ্ধ।

শ্লোক।

(ড) মুনীন্দ্রঃ = (মুনীনাং ইন্দ্রঃশ্রেষ্ঠ

অস্যার্থ।

(ড) মুনি ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(ঢ) শ্রীঘনঃ =(শ্রীঃ বাগ্‌দেবীঃ ঘনঃ মেঘঃইব কণ্ঠে বসতি যস্য স বিদ্বানেত্যর্থ)

অস্যার্থ।

(ঢ) সরস্বতী যাহার কণ্ঠে মেঘের ন্যায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান বা বিদ্বান সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(ণ) শাস্তামুনিঃ =(অয়মপি অস্য মুনের্নাম বিশেষঃ)

অস্যাথ।

(ণ) বূদ্ধর অপর নাম শাস্তা মুনিঃ।

শ্লোক।

(ত) গৌতম বন্ধুঃ =(গৌতমস্য বন্ধুঃ সখাঃ)

অস্যার্থ।

(ত) গৌতমমুনির বন্ধু সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(থ) অর্কবন্ধুঃ =(অর্কস্য সূর্য্যস্য বন্ধুঃ সখাঃ)

অস্যার্থ।

(থ) সূর্য্যের বন্ধু সেই বুদ্ধ।

শ্লোক।

(দ) মায়াদেবী সুতঃ= (মায়ানাম্নী যাদেবী তস্যাসুতঃ পুত্র)

অস্যার্থ।

(দ মায়ানাম্নী যে দেবী আছেন তাঁহার পুত্র সেই বুদ্ধ॥

বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্ব।

বোদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত ইতিহাস (অন্ততঃ যাহা সকল ইতিহাস লেখকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন) প্রদান করা যাইতেছে। মহাত্মা শাক্য সিংহ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্থাপক। কিন্তু যদিও ইহার পূর্ব্বে সপ্তবিংশতি বুদ্ধের জীবনোপখ্যোন আছে, তথাপি যথার্থ বলিতে গেলে, ইনিই ইহার সংজ্ঞা প্রদান করেন। আর পূর্ব্বেও যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, উক্ত উপাখ্যান ব্যতীত তাহার আর প্রকৃত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর ও রূপ উপাখ্যান নেপাল এবং অন্যত্র সকল স্থানে প্রচলিত আছে। নেপাল বাসীরা আপনাদিগের বৌদ্ধধর্ম্মকে নিতান্ত প্রাচীন বলিয়া ব্যাখা করিয়া তাহা সকলের ও সমাদরণীয় করিত প্রায় সকল দেশে সকল জাতি-তেই এই রীতি লক্ষিত হইতেছে। যে সময় হইতে শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত আরম্ভ করা যাইতেছে কোন সময় যে শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন তাহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ নহে। অধিকাংশে

রই এ বিষয় বিভিন্ন মত * যাহা হউক, ঈশার জন্ম গ্রহণের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে যে তিনি জন্মিয়াছেন ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। শাক্যসিং প্রথমে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ নামে পরিচিত ছিলেন, ইনি মগধ দেশাধিপতি শুদ্ধোদন নৃপতির ঔরষে এবং তাঁহার মায়া নাম্নী মহিষীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহণ করেন! তিনি রাজার সন্তান ও ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত ছিলেন, সুতরাং রাজকীয় কার্য্য শিক্ষায় এবং ক্ষত্রিয় সুলভ যুদ্ধাদি বিদ্যাভ্যাসে সময়াতিপাত করাই তাঁহার বাল্য ব্যবসায় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তিনি সে প্রকার লোক ছিলেন না। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ও বিশেষ ভক্তি উদ্রিক্ত হয়। যে কালাবধি তাঁহার জ্ঞানোদয় হয় এবং বুদ্ধি শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা জন্মে, সেই সময়

সিংহলবাসীরা বলেন, তিনি ঈশার জন্মের ৫২৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। নেপাল ও অন্যান্য দেশীয়েরা বলেন। ৫৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং চীন দেশীয়েরা ৯৫০ বৎসর পূর্ব্বে।

হইতেই তাঁহার মনে এই একটী ভাবের উদয়
যে, লোকে কেন এত যন্ত্রনা ভোগ করে, কেন
ক্লেশ স্বীকার করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, এবং
জন্মিয়া কেন নানাবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত হয়,
কেন বা শৈশব যৌবন ও পরিশেষে নিতান্ত ক্লেশকর
বার্দ্ধক্য দশাভোগ করে, এবং কেনই বা অবশেষে
কঠোর মৃত্যু যন্ত্রণায় বিদগ্ধ হয়? আমি দেখি
তেছি এমন কাল নাই, এমন মানুষ নাই, যে কালে
যিনি এরূপ ক্লেশ ভোগ না করেন। এই চিন্তাতে
তিনি কিছুকাল নিমগ্ন থাকেন, এই চিন্তাই. তাঁহার
সমুদায় জীবন পরিবর্ত্তন করে। তিনি রাজকীয় কার্য্য
শিক্ষায় ও যুদ্ধাদি বিদ্যাভ্যাসে পিতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত
হইলেও তদ্বিষয়ে মনোভিনিবেশ করিতেন না
বস্তুতঃ তিনি যে রাজার সন্তান, ক্ষত্রিয় বংশ
সম্ভূত, এটি একবারে ভুলিয়া গেলেন।

তিনি সমুদায় নৃপতি পুত্র সুলভ বিসয় ভোগে
এবং ভাবি সিংহাসনারোহনের আশায় ও জলাঞ্জলি
দিয়া সামান্য সন্ন্যাসির বেসে জীবন যাপন করিতে
লাগিলেন আর সর্ব্বদাই ঐ চিন্তায় এত ব্যাকুল হই

লেন, ঐ চিন্তা তাঁহার মনকে এত বশীভূত করিল যে পিতার তাড়না, স্নেহময়ী জননীর অজস্র প্রবহমান বারি ধারা ও তাঁহার সন্নিধানে উহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর বলিয়া বোধ হইলনা; এবং এই চিন্তার সঙ্গে তদানিন্তন একটী অবস্থা এমন যোগ দিয়াছিল, যে সেই চিন্তা, সেই অবস্থাই পরিশেষে তাঁহাকে এক অভিনব ধর্ম্মসংস্থাপকের পদে অভিষক্ত করিল বলিলেও বড় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না সুতরাং এক্ষণে সেই অবস্থাটি কি তাহা বলা নিতান্ত সামায়িক বলিয়া বোধ হইতেছে সেই অবস্থাটী হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা। হিন্দুধর্ম্মপরায়ণেরা তখন দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদল কেবল তর্ক দ্বারাই মত স্থির করিতেন, সুতরাং সততই নানাবিধ সংশয়জালে জড়িত হইয়া এক প্রকার সর্ব্বসংশয়ী বা নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যে তাঁহারা বিলক্ষন হিন্দু ধর্ম্মের পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহারা সমধিক বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন দ্বিতীয় দল সম্পুর্ণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ছিলেন।

তাঁহারা তর্ক করিতেন না, যুক্তি শক্তি প্রয়োগের ধার ধারিতেন না, অধিক কি শাস্ত্রে কি আছে তাহাও অনুসন্ধান করিতেন না। তাঁহারা যাজক দিগের কথাতেই চলিতেন বস্তুতঃ তাহারা যাজক মণ্ডলীরই সম্পূর্ণ হস্তগত ছিলেন। সুতরাং অনেক যাজক স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রের বিপরীত অর্থ করিয়া দিলেও তাহাতে তাঁহারা বাঙ্ নিষ্পত্তি করিতেন না। তথাস্তু বলিয়া লইতেন এবং শুদ্ধ তাহা নহে কার্য্যতেও তাহা করিতেন সুতরাং ধর্ম্মের যতদুর জঘন্য ভাব হইতে পারে তদ্বিষয়ে যত দুর কুসংস্কার জন্মিতে পারে, তাঁহদিগের মধে তাহার অসদ্ভাব ছিলনা। তাঁহারা যাজক মণ্ডলীকেই বুদ্ধি শুদ্ধি মুক্তিদাতা,, বলিয়া বোধকরিতেন। যাজকদিগের কথাই তাঁহাদিগের শাস্ত্র ওমুক্তির

। তাঁহারা অবিকল আমাদিগের দেশের অধিক সংখ্যক নৈয়ায়িকদিগের ন্যায়। ইহারা যখন তর্ক করেন যখন কোন তর্কশাস্ত্র প্রনেতার মত সংস্থাপন করিতে যান তখন যেন সেই মতই অবলম্বন করেন, এইটি বিলক্ষণ জানান, কিন্তু কার্যে তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করেন কার্য্যে যেমন ব্রাহ্মণ, যেমন হিন্দু, সেই রূপ দেখান।

সোপান হয়। এই দলের সংখ্যা বিস্তর থাকে। প্রথমোক্ত দলভূক্ত লোকদিগের ধর্ম্মের আস্থাছিলনা সুতরাং তাঁহারা সময় পাইলে যদৃচ্ছাচার করিতে ও সঙ্কুচিত হইতেননা। যাজকেরা ও তাঁহাদিগের নিকট দন্তস্ফুট করিতে পারিতেননা, এমন কি অনেক সময়ে তাঁহাদিগের মতে গোড় দিয়া ও যাইতেন, সুতরাং তাঁহারা প্রবল লোকের ও অনুকরণীয় হইয়া দাড়াইয়া ছিলেন, যাঁহারা একটুশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতেন, যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তাঁহারা ঐ দলে মিশিতেন; তাঁহারা স্বার্থ লোলুপ যাজকদিগের প্রলোভন কুহকের হস্ত হইতে মুক্ত হইতেন। শেষোক্ত দল সংক্রান্ত লোকেরা ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন। ধর্ম্মের এক চুল বিরুদ্ধ আচরণ করিতে ভীত ও কুণ্ঠিত হইতেন এবং যাজকদিগের প্রলোভনময় কবলে সম্পুর্ণ কবলিত হইয়া পড়িছিলেন। তখনকার হিন্দু ধর্ম্মের এই অবস্থা। তখন উক্ত দুই দলের মধ্যে কোন দলেই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতরূপ ধারণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ও তখন প্রকৃত

হিন্দুধর্ম্মই প্রচলিত ছিল না এবং তাহা কি, ইহাও অতি অল্প লোক জানিত। এমন সময়েই শাক্য সিংহের ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিত হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে ইনি এক গভির চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সেই চিন্তা যে শুদ্ধ ইহাকে রাজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাসি বেশ অবলম্বন করাইয়াছিল এমন নহে, ইহাকে শাস্ত্রালোচনায় ও প্রবর্ত্তিত করে। তিনি উক্ত চিন্তোত্থিত সন্দেহ ভঞ্জন মানসে যতদূর সাধ্য হিন্দুশাস্ত্রে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন ; এবং সেই শাস্ত্রানুশীলন করিতে করিতে যখন দেখিলেন যে হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্র কথিত মত ও প্রচলিত মত পরস্পর বৃহদন্তর তখন সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং তখন আর একটি নূতন চিন্তা সমূদিত হইয়া তাঁহার মনকে আরও ; ব্যাকুল করিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে একি আশ্চর্য্য ! লোক মুখে এক প্রকার বলিতেছে কিন্তু কার্য্যে অন্যবিধ করিতেছে তাহারা বলে আমরা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছি কিন্তু শাস্ত্র তাহাদিগের সেরূপ বলে না। ইহারই

বা কারণ কি? । হয়? কিসে ইহার সংশোধন হই । এই রূপে বহুদিন চিন্তা করিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন যে তাঁহার রূপ লোক-মণ্ডলীর মধ্যে থাকা ংকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কান লোকের নিকট স্বীয় মত প্রকাশ তাহাদি-গকে বিলক্ষন রূপ শাস্ত্রানু ত বলিলেন, তাহারা তাঁহার উপদেশানুস কিছু দিন পরে তাঁহার সমদশাগ্রস্ত স্ত তাঁহার ন্যায় ইহাদিগের অতত্তব ল অথবা বুদ্ধির প্রাখর্য্য ছিল না, সুতরা ছ দন পরে ইহাদিগের মন হইতেও রূ । একেবারে তিরোহিত হইল। শাক্যসিংহে টল তাঁহার সে চিন্তা, সে সন্দেহ তিরোহিত হ রে থাকুক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এব তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং তিনিই রাজ সিংহাসনে অ হণ করি-বার উপযুক্ত পাত্র। আর ও কথিত আছে

তিনিই তাঁহার পিতা মাতার এক মাত্র পুত্র। কিন্তু রাজ্য ভোগ রাজ সিংহাসন তাঁহার মনকে অনুমাত্রও প্রলোভিত করিতে পারে নাই। চিন্তা ও সংশয় ইতিপূর্ব্বেই তাহা সম্পূর্ণ অধিকৃত করিয়াছিল। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দুই চারটি অনুসঙ্গি লইয়া "কেন এরূপ হইল?" এই কারণ অনুসন্ধান মানসে প্রথমতঃ দেশে দেশে, বিশেষতঃ জনকোলাহলপুর্ণ নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন প্রত্যেক লোকের কার্য্য প্রণালী মনে মনে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং "কিসে ইহার সংশোধন হইবে? ইহার উপায় নির্দ্ধারণে কখন বিজন কাননে কখন বা মনুষ্য সমাগম শূন্য নিভৃত গিরিগুহায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিছু দিন এই রূপে অতিবাহিত হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি শাক্যের মনের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ করিলেন যে এক্ষণে যোগ সাধন করি, তপস্যা করি, তাহাহইলে বোধ হয় মানব

সাধারণ ক্লেশ আর সহ্য করিতে হইবে না। নিশ্চয় দেখিতেছি যে জন্মগ্রহণ করিলেই সমুদায় যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে, অতএব যাহাতে আর জন্ম না হয় এরূপ কার্য্য করিতে হইবে। অতএব যোগ সাধন, তপস্যাচরণই ইহার মুখ্যতম উপায়। তিনি এরূপ স্থির করিয়া কিছু দিন তপস্যাচরণ করেন। সঙ্গিগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তাহার নিমিত্ত যাহা কিছু ফল মূল আহরণ করিত তিনি তাহা ভক্ষণ না করিয়া অন্যমনা হইয়া স্বীয় অনুষ্ঠিত ব্রতে নিযুক্ত থাকিতেন।

এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে তাঁহার যোগ ও তপস্যা ও সমাহিত হইল। শাক্যসিংহের ভাব তখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইল। তখন শাক্যসিংহ যেন আর এক জন লোক! তখন আর তাঁহার সে মলিন আনন নাই, তখন আর তাঁহার সেই চিন্তা কর্কশ মুখ ভঙ্গি নাই। সঙ্গিগণ সহসা তাঁহার এরূপ অদৃষ্ট পূর্ব্ব প্রসন্ন মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। তিনি তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগের বিস্ময়ের অপনো-

দন করিলেন, তিনি বলিলেন এত দিনের পর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, এতদিনের পর আমার চিন্তা ফলবতী হইয়াছে, এবং সংশয় বিদূবিত হইয়াছে। চল আমরা স্বদেশে যাই, দেশীয় ভ্রাতৃগণকে ঘনতম সাচ্ছন্ন গভীর ভ্রমকূপ হইতে উদ্ধার করি।

অনন্তর শাক্যসিংহ সঙ্গিগণ সহ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি অকপটভাবে নির্ভীক ভাবে স্বীয় মত প্রচার করিতে উপক্রম করিলেন। লোকেরা তাঁহার সেই অনুপম প্রসন্ন ও উদার ভাব, সেই আন্তরিক সাহস, আধ্যাত্মিক বীরতা এবং সেই অনন্য সাধারণ গাম্ভীর্য্য ও বাক্পটুতা সহকারে অন্যান্য মত খণ্ডন পূর্ব্বক স্বমত সংস্থাপন কীর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া যারপর নাই বিস্ময়োৎক্ষিপ্ত চিত্ত হইতে লাগিল।

নারাসিহ রূপবর্ণন।

শ্লোক।

শুদ্ধানীলা মৃদু কুঞ্চিতা কেশ,
সুরিয়া নিম্মালা তালাভি লালাট,
যুক্তা তুঙ্গা মৃদু কায়াত নাশ,
রাংসি জালা নারাসিহ পিতাত।

অস্যার্থ।

শুদ্ধ নীল মৃদু কুঞ্চিত কেশা,
সূর্য্য নির্ম্মল প্রসর ললাট,
যুক্ত তুঙ্গ মৃদু তনুত নাশা,
বর্ণোজ্জ্বলা নারাসিংহ পিতাত।

শ্লোক।

চাকা বাড় খিতারাত্তা সুপাদ,
লাঙ্কাণা মাণ্ডিতা আয়াতা পাহ্নি,
চামারা ছাত্তা বিভূষিতা পাদ,
এসাহি তুহাং পিতা নারাসিহ।

অস্যার্থ।

চক্র বড়াকার রথ সুপদ,
লক্ষণ মণ্ডিত আয়ত পাহ্নি,
চামর ছত্রে বিভূষিত পদ,
এরূপ তব পিতা নরাসিংহ!

শ্লোক।

পূণ্না শাশাঙ্কা নিভ মুখাবাণ্ন,
দেবানারানাপিয় নারানাগ,
মাত্তা গাজিন্দা বিলাসিতা গামি,
এসাহি তুহাং পিতা নারাসিহ!

অস্যার্থ।

পূর্ণশশাঙ্ক নিভ মুখ বর্ণ,
দেব নরেন প্রিয় নর নাগ,
মত্তগজভ্র বিলাসিত গামি,
এরূপ তব পিতা নরাসিংহ!

শ্লোক।

সাক্যাকুমারা বাড় সুকুমাল,
লাক্ষাণা চিন্তিতা পুণ্না শারীর,
দেবা মানুষা মামা সিয়াত্তা পাদ,
এসাহি তুহাং পিতা নারাসিহ!

অস্যার্থ।

শাক্যকুমার বড় সুকোমল,
লক্ষণ চিন্তিতা পুর্ণ শরীর,
দেব মনুষ্য নমস্যিত পদ,
এরূপ তব পিতা নরাসিংহ!

শ্লোক।

ক্ষাত্তিয়া সাম্ভাবা আগ্‌গা কুলীন,
দেবা মান্‌ষা নামাস্যিতা পাদ,
শীলা সামাধি পাতিঠিতা চিত্ত,
এসাহি তুহ্যাংপিতা নারাসিহ!

অস্যার্থ।

ক্ষত্রিয় সম্ভব অগ্র কুলীন,
দেব মনুষ্য নমস্যিত পদ,
শীল সমধিক পঠিত চিত্ত,
এরূপ তব পিতা নরাসিংহ!

শ্লোক।

আয়াতা যুত্তা সুসাহ্নিতা নাশা,
গপাখুমা আভিনীলা স্নেত্ত
ইন্দাধান্‌ নীলাভা মুখাক,
এসাহি তুহাং পিতা নারাসিহ!

অস্যার্থ।

আয়ত যুক্ত সুসন্ধিত নাশা,
গোঁপখুর্ম্মা অভি নীল সুনেত্র,
ইন্দ্রধনু নীল আভা মুখকো,
এরূপ তব পিতা নরা সিংহ!

শ্লোক।

বাদ্ধা সুবাদ্ধা সুসান্ধিতা গিহ্ব,
সিহা হানু মিগারাজা শারীর,
কাঞ্চানা সুচ্ছাবি উত্তামা বাণ্ণ,
এসাহি তুহাং পিতা নারাসিহ!

অস্যার্থ।

বদ্ধ সুবদ্ধ সুসন্ধিত গ্রীবা,
সিংহ হনু মৃগরাজ শরীর,
কাঞ্চন সুচ্ছবি উত্তম বর্ণ,
এরূপ তব পিতা নরাসিংহ!

শ্লোক।

সিনিদ্ধা সুগাম্ভিরা মাঞ্জাসুঘস,
হিঙ্গুলা বাদ্ধা সুরাত্তা সজিহ্ব,

বৌদ্ধোপাসনা।

বিশাতি বিশাতি সেতাসুদান্ত,
এসাহিতুহাং পিতা নারাসিহ!

অস্যার্থ।

স্নিগ্ধ সুগম্ভীর মঞ্জর সুঘষা,
হিঙ্গুল বন্ধ সুন্দর সুজিহ্বা,
বিংশতি বিংশতি শুক্ল সুদন্ত,
এরূপ তব পিতা নরাসিংহ!

শ্লোক।

আঞ্জানা বাণ্ণা সুনীলা সুকেশ,
কাঞ্চানা পাট্টা বিসুদ্ধা লালাট,
ঔষাধি পাণ্ডারা শুদ্ধা সুউন্ন,
এসাহি তুহাং পিতা নারাসিহ!

অস্যার্থ।

অঞ্জন বর্ণ সুনীল সুকেশ,
কাঞ্চন পট্ট বিশুদ্ধ ললাট,
ঔষধি পণ্ডর শুদ্ধ সুউন্ন,
এরূপ তব পিতা নরাসিংহ!

শ্লোক।

গাচ্ছাতিনীলা পাথেবীয়া চান্দ,

তারা গাণা পারিবের্টিতা রূপ,
সাবাগা মাজ্জাগাত সামানীন্দ,
এসাহি তুহাং পিতা নারাসিহ।

অন্যার্থ।

গচ্ছতি নীল পৃথিবী যে চন্দ্র,
তারাগণ পরিবেষ্টিত রূপ,
সর্ব্বগ মজ্জাগত স্বমুনীন্দ্র,
এরূপ তব পিতা নরাসিংহ!

বুদ্ধের প্রণাম।

বুদ্ধ পাদে নমামি, ধাম্মা পাদে নমামি,
সাংঘা পাদে নমামি, আহাং বান্দামি সাব্বাদা।

অন্যাথ

বুদ্ধ পদে নমস্কার, ধর্ম্ম পদে নমস্কার,
সাংঘা পদে নমস্কার, এবং আমি সর্ব্বদা
স্তব করি।

অষ্টবিংশতিবুদ্ধের নাম।

তাণাংকার, মেধাংকার, সারাণাংকার,দীপাংকার, কাণ্ডাঞ্চ, মাঙ্গাল, সুমান, রেবাত,সভিত, আনমাদাস্শী, পাতুম, নারদ, পাতুমুত্তার, সুমেদ, সুজাত, পিয়াদাস্শী, আত্তাদাস্শী, ধাম্মাদাস্শী, সিদ্ধাত্ত, তিশবারাদা, ফুশবারাদা, বীপাশী, শিখিসাব্বা, বেশভু, কাকুসান্ধ, কনাগামান, কাশাব, গতাম, আটাবিশাতিমেবুদ্ধ, আহাংবান্দামিসাব্বাদা।

প্রধান পঞ্চ পদস্থানের স্তব।

সুবাগ্না মালিকে, সুবাগ্না পাব্বাত, সুবাগ্নকট্ট য়েনকাপুরে, নাম্মাদানাদীয়া, পাঞ্চাপাদা বাড়াথানাঃ, আহাংবান্দামি সাব্বাদা।

অস্যার্থ।

সুবর্ণ লঙ্কাগ্রীবা, সুবর্ণ পর্ব্বত, সুবর্ণ কান্তি, এই লঙ্কাপুরে, নর্ম্মদা নদী, পঞ্চপদ, প্রধান স্থানকে আমি সর্ব্বদা স্তব করি।

পঞ্চ মহাস্থানের স্তব।

পাথামাংলুম্বনিবানাং, দ্বিতীয়াং বাটিপাল্লাংগাং তাতীয়াং ইষিপাদাবানাং, চাতুথাং নিগ্রদারানাং পাঞ্চামাং কুসিনারাং, এতে পাঞ্চামাহাথানাং আহাংবান্দামি সাব্বাদা।

অস্যার্থ।

প্রথম লম্বনিবন, দ্বিতীয় বটাসন, তৃতীয় ঋষিপদবন, চতুর্থ নিগ্রদরবন, পঞ্চম গৌতম শ্মসান, এই পঞ্চমহাস্থানকে আমি সর্ব্বদা স্তব করি।

গয়ার সপ্ত মহাস্থানের স্তব।

পাথামাং বটি পাল্লাংগাং, দ্বিতীয়াং, আনিমিষাং, তাতীয়াং জাঙ্কামাসেতাং, চাতুথাং রাতামাম্বারাং, পাঞ্চামাং আজ্জাবালাঞ্চা, ষাট্টামাং মুজ্জালিন্দানাং, সাত্তামাং রাজায়াদানাং, এতে সত্তামাহাথানাং, আহাং বান্দামি সাব্বাদা।

অস্যার্থ।

প্রথম বটাসন বা বুদ্ধগয়া, দ্বিতীয়া অনিমিষ

বা ধামারন, তৃতীয় জঙ্গম সেতু বা বিষ্ণুপদ, চতুর্থ রত্নালয় বা প্রেত শিলা, পঞ্চম অজপাল বা ছয় বটী, ষট্ হ্রদ বা বৈতরণী, সপ্তম রাজোদ্যান বা রামশিলা, এই সপ্ত মহাস্থানকে আমি সর্ব্বদা স্তব করি।

শারিরীক ধাতু রূপে বুদ্ধ।

বান্দামি চিত্তিয়াং সাব্বাং, সাব্বাথানে সুগঠিতাং, শারীরিকাধাতু, মাহাবটি বুদ্ধরূপা।

অস্যার্থ।

বন্দি সর্ব্ব চিত্তে সর্ব্বস্থানে সুগঠীত শারীরিক ধাতু বা মহাবট বুদ্ধ রূপা।

তিন রত্ন পুষ্প দিয়া পূজা করা।

বুদ্ধারাতানাং, ধাম্মারাতানাং, সাঙ্ঘারাতানাং, ত্রিনাং রাতানাং রাতানা আনাং পুপ্পাং পূজামি।

অস্যার্থ।

বুদ্ধরত্ন, ধর্ম্মরত্ন, সাঙ্ঘারত্ন, তিন রত্নকে পুষ্প দিয়া পূজা করিতেছি।

মানস ফলেবুদ্ধ পূজা করা।

শিসামে পাতুমাং কাত্বাং, দীপাংসে মায়ান দ্বয়াং, বাসাসা ধূপ কারাণাং, মানাসা পাঞ্চা ফলে নাম।

অস্যার্থ।

শিরঃ পদ্মকরি, নয়ন দ্বয় প্রদীপ, প্রশ্বাস বায় ধূপ করিয়া, মানস পঞ্চফল অর্পণ করি নমস্কার করিতেছি।

মৃত্যুর মঙ্গল অর্চ্চনা।

কায়াকাং, বাচিকাং মানকাং, একাংসুম্বা দয়াপ্রাং, বোদ্ধা রাতানা, ধাম্মারাতানা, সাঙ্ঘার তানা, ইরাতানা, সুম্বা দগ, আঞ্জালি কামায়া, লাউকিরোয়ে সিক পূজ্ পুত্র কানাবায়ে কান্দরাজ আক্যা আপ্রাং, আপেলেবা, কায় সুম্বা, আরা প্রেসেপা, রাংসুমিউঙাবা, পীসেপা, দাং সেবা আনা মিউ কোচে থপ্পা দমা কাংলয় চাক্কেজে প্রেরোয় নংলা লাতাঞ্জ আক্কা আস্যাং আরিয়া মেত্তি।

অস্যার্থ।

কায়ার কর্ম্ম, বচনর কর্ম্ম, মনঃর কর্ম্ম, এই তিনের কর্ম্ম দুই প্রকার, বুদ্ধরত্ন, ধর্ম্মরত্ন, সাঙ্ঘরত্ন এই তিন রত্নকে দুই অঞ্জলি কামনা, যোড় হস্তে অষ্টাঙ্গ প্রণাম ও অষ্টাঙ্গ পূজা করিতেছি, মৃত্যুর সময় চারিপ্রকার মন্দস্থানে, তিন প্রকার অপমৃত্যু অষ্ট প্রকার উপদেবতা, পাঁচ প্রকার শত্রু, অষ্ট প্রকার উপদ্রব, দশ প্রকার দন্তাঘাত, ছিয়নব্বই প্রকার রোগ প্রভৃতি শান্তি কর এই প্রার্থনা এবং আগমন প্রভু আরি মিত্তা বুদ্ধ প্রাপ্ত হয়।

কায়ার পাপকর্ম্ম।

পানাদিবাধা, আধীনাদানা, কামেসু মিচ্ছা চারা।

অস্যার্থ।

প্রানাদি বধ, পরদ্রব্য হরণ, কামুক প্রেমাচার প্রভৃতি কায়ার পাপকর্ম্ম হয়।

কায়ার পুণ্যকর্ম্ম।

দানা, পাজায়ানা, বেসা।

অস্যার্থ ।

দান করা, মান্য ব্যক্তি সেবা করা, পুণ্য সয়াতা করা প্রভৃতি কায়ার পুণ্য কর্ম্ম হয় ।

বাক্যে পাপ লাভ ।

মুছাবাদা, পিশুনাবাচা, পারুষা বাচা, সাম্পাপালাবাচা । অস্যার্থ ।

মিথ্যাবাক্য, সুচক বাক্য, নিষ্ঠুর বাক্য বিপল বাক্য প্রভৃতি বচনেব পাপ কর্ম্ম হয় ।

বাক্যে পুণ্য লাভ ।

ধ্যামি, পুঞ্ঞাদানা, তানুসদানা, ধাম্মা দেশানা

অস্যার্থ ।

ধ্যানকবা, পুণ্যদান করা, তনু দান করা, ধর্ম্মাদেশন প্রভৃতি বাক্যেব পুণ্য কর্ম্ম হয় ।

মনের পাপলাভ ।

আভিজ্জা, বেবাদা, মিস্সাদিটি ।

অস্যার্থ ।

অভিলাষ করা, অহঙ্কার করা, শঠতাকরা প্রভৃতি মনের পাপ কর্ম্ম হয় ।

মনের পুণ্যলাভ।

শীলা ধাম্মা শাবানা দিটিজু কাম্মা।

অস্যার্থ।

শীল পালন করা, ধর্ম্ম করা বা শ্রবণ করা এবং বিশ্বাস করা প্রভৃতি মনের পুণ্য কর্ম্ম হয়।

শীলং স্বভাবে সদ্বৃত্তে সদ্যোহেতুকৃতেফলং॥
চ্ছদির্নেত্ররুজোঃ ক্লীবং সমুহে পটলং ননা॥

—:০:—

পঞ্চশীল সহতিনস্মরনের প্রার্থনা।

আহাং ভান্তে তিসারাণেনা সাহা পাঞ্চা শীলাং ধাম্মায়া সামি আনুগ গাহাং কাত্বা শীলানি দেত্তা মেভান্তে।

দুতীয়ানিম্প, আহাং ভান্তে তিসারাণেনা সাহা পাঞ্চা শীলাং ধাম্মায়া সামি আনুগ গাহাং কাত্বা শীলানি দেত্তা মেভান্তে।

তাতীয়াম্পি, আহাং ভান্তে তিসারাণেনা সাহা পাঞ্চাশীলাং ধাম্মায়া সামি আনুগ্‌গাহাং-কাত্বা শীলানি দেত্বা মেভান্তে। আমাভান্তে।

অস্যার্থ।

আমি প্রভূবুদ্ধর তিন স্মরণ সহ পঞ্চশীল ধর্ম্মের স্বামী অনুগ্রহ করিয়া শীল প্রদান কর আমি প্রভু বুদ্ধর। আমার প্রভূ বুদ্ধ।

বুদ্ধ প্রণাম।

নাম তাস্‌সা ভাগাবাত আরা হাত সাম্মা সাম্বুদ্ধাসা।

নাম তাসসা ভাগাবাত আরাহাত সাম্মা সাম্বুদ্ধাসা। নামতাস্‌সা ভাগাবাত আরাহাত সাম্মা-সাম্বুদ্ধাসা।

অস্যার্থ।

নমঃ তস্য ভগবান, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মনুষ্য প্রভৃতির পূজনীয় উৎকৃষ্ট সম্যক বোধাশ্রয়।

তিনস্মরণ।

১। বোদ্ধাং সারানাং গাচ্ছামি, ধাম্মাং

সারাণাং গাচ্ছামি সাঙ্ঘাং সারাণাং গাচ্ছামি।

২। দুতীয়াম্পি, বোদ্ধাং সারাণাং গাচ্ছামি ধাম্মাং সারাণাং গাচ্ছামি, সাঙ্ঘাং সারাণাং গাচ্ছামি।

তাতীয়াম্পি, বোদ্ধাং সরাণাং গাচ্ছামি, ধার্ম্মাং সারাণাং গাচ্ছামি, সাঙ্ঘাং সারাণাং গাচ্ছামি। আমাভান্তে।

অস্যার্থ।

বুদ্ধ স্মরণে গমন, ধর্ম্ম স্মরণে গমন
সাঙ্ঘা স্মরণে গমন। আমার প্রভু বুদ্ধ।

পঞ্চশীল।

১। পাণাদিবাধা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মাধায়ামি।

২। আধীনা দানা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

৩। কামীসু মিজ্জাচানা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

৪। মুছাবাদা বেরামানি শিক্ষাপাদাং সার্ম্মা ধায়ামি।

৫। সুরা মিরায়া মিজ্জা পামা দাত্তানা বেরামানি শিক্ষাপাদাংসাম্মা ধায়ামি।

অস্যার্থ।

১। প্রাণাদি বধ অমনোযোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান।

২। পরাধীন দান অমোন যোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান।

৩। কামুক প্রেমাচার অমোন যোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান।

৪। মিথ্যা বাক্য অমনো যোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান।

৫। সুরা মৈরেয় মাদক পান-বাদান অমনো-যোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান।

প্রাণাদি বধ মনোযোগের ফল।

পাঞ্চাজাতি শাতাং পেতাং মাজ্জা নাগা মি-গাং সাত্তুনু শিগালা লকা পাণাদি বাধা পাতাসা দষাকা।

অস্যার্থ।

পাঁচশত জন্ম প্রেত হয়, পাঁচশত জন্ম মৎস্য

হয়, পাঁচশত জন্ম সর্প হয়, পাঁচশত জন্ম মৃগ হয়, পাঁচশত জন্ম মহিষ হয়, পাঁচশত জন্ম কুক্কুর হয়, পাঁচশত জন্ম শৃগাল হয়, মনুষ্য পতঙ্গাদি প্রাণী হত্যা এই দোষ হয়।

প্রাণাদিবধ অমনোযোগের ফল।

সাববাঙ্গাংহি পুরিতা রূপাবা সুখা সাম্পুণ্ণ দীঘা আয়ু আরগীনা।

অস্যার্থ।

সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ রূপবান হয়, সুখ সম্পূর্ণ দীর্ঘায়ু আরোগী হয়।

প্রবাধীনদানের মনোযোগ ফল।

দালিদ্দা কাপ্পা একা ঘুরূহ বাহু মিত্তাবা নীচা কুলেসু জায়ান্তি আধীনা দানাসা দষাকা।

অস্যার্থ।

এক কল্প দরিদ্রতা, দুষ্ট সকলের সহিত মৈত্রতা, হীন কুলে জন্মধারণ প্রভৃতি পারাধীন দানের দোষ হয়।

পরাধীনদান অমনোযোগের ফল।

বাহুধনেনা ধ.ন্নেবা রাজান পিশাচ আগ্গি উদাগা মিত্তাবা আপ্পি বাসা ইমে আসাধারান ভূপাতি।

অস্যার্থ।

ধনবান, ধান্য, রাজা, পিশাচ, অগ্নি, জল মিত্র বা বশীভূত এই পুণ্য অসাধারণ, ভূপতি হয়।

কামুক প্রেমাচার মনোযোগের ফল

পাঞ্চাজাতি শাতাং ঈতী ন.পুংসাকা, তাথাহি বাসা জিকুসায়া পাটিকুট সায়া কামীসু মিচ্ছাচার দযাকা।

অস্যার্থ।

পাঁচশত জন্ম নারী হয়, পাঁচশত জন্ম নপুং-সক হয়, তদ্রূপ উপদংশ, পক্ষাঘাত পীড়া ইত্যাদি কামুক প্রেমাচার দোষে হয়।

কামুক প্রেমাচার অমনোযোগের ফল।

ঈতী ভাবাত মুনষিত্বয়া, সাব্বা জানাহি পিয়া তামা, আভয়াং সুখাং বিশারাদা।

অস্যার্থ।

নারী জন্ম, মানষিক ভয় হয় না, সর্ব্বজনের প্রিয়তম, নির্ভয় সুখ, বিশারদ পণ্ডিত হয়

কামুক প্রেমাচারের ধারা

মাতুরাক্ষিত্তা, পিতুরাক্ষিত্তা, মাতা পিতা রাক্ষিত্তা, ভাতুরাক্ষিত্তা, ভাগিনীরাক্ষিত্তা, ঞাতি রাক্ষিত্তা, গত্তা রাক্ষিত্তা, ধাম্মা রাক্ষিত্তা, সারাক্ষিত্তা, সাপারিদাণ্ডা, ধানারাক্ষিত্তা, পাতিবাসানী ভবেসানী, ওঁথাত্তাগিনী, অপাত্তা—চুপ্‌পিত্তা তাজ্জাহাতা, বাহুখিত্তা, ক্ষুদ্ধাগিনী, হাত্তাগিনী পাড়া বাসানী, উতুবাত্তানী

অস্যার্থ

মাতামহরক্ষিতা নারী, পিতামহরক্ষিতা নারী, মাতা পিতা রক্ষিতা নারী, ভ্রাতা রক্ষিতা নারী, ভগিনী

রক্ষিতা নারী, জ্ঞাতি রক্ষিতা নারী, গোত্র রক্ষিতা নারী, ধর্ম্মরক্ষিতা নারী, স্বামিরক্ষিতা নারী, স্বপ-রিদণ্ড নারী, ধন রক্ষিতা নারী, বস্ত্রে প্রতিপালনীয় নারী, ভোগবসনী নারী, অপরেরসহিত গন্ধর্ব্ব বিবাহার নারী, কাঙ্গালি নারী, বিবাহারাসম্বন্ধর নারী, একনরের বক্ষিত বেশ্যা নারী, যুদ্ধা নারী, পণের, নারী, পাড়াবাসী নারী, এই একুশ প্রকার নারী, সহিত রতি ক্রিয়াতে কামুকপ্রেমাচার অমনো-যোগের দোষ হয়।

মিথ্যাবাক্য মনোযোগের ফল

পুতিয়াতা মুখাং য়ান্তি একায় জানাং পারি-মাণ্ডালাং, ধাম্মাতজনা জানায়ান্তি, মুছা বাদা দযাকা

অস্যার্থ

পুখের পুতিগন্ধ এক যোজন পরিমণ্ডলে প্রয়াণ, ধর্ম্ম অজ্ঞাত, মিথ্যা বাক্যের দোষে হয়।

মিথ্যাবাক্য অমনোযোগের ফল

বুদ্ধ পাঞা বিশারাদা মুখা সুগান্ধা সাম্পান্না আমুক্কা সাধুভাসিতা।

অস্যার্থ।

ভগবানের পুণ্যে বিশারদ, মুখের সুগন্ধ সম্পূর্ণ, সম্মুখাগত ব্যক্তি সাধু বাদ প্রভৃতি মিথ্যাবাক্যের অমনোযোগের ফললাভ হয়।

সুরামৈরেয় মাদক পানবা
দান মনোযোগের ফল।

পাঞ্চাজাতি শাতাং য়াক্ষা, পাঞ্চাজাতি শাতাং শুন, পাঞ্চাজাতি শাতাং, উন্মাতাক, আন স্তাসায়া সুরা পামা সায়া দবাকা।

অস্যার্থ।

পাঁচশত জন্ম যক্ষ পাঁচ শত জন্ম কুক্কুর পাচশত জন্ম উন্মত্ত প্রভৃতি অনন্ত সুরাপানের দোষ হয়।

সুরা মৈরেয় মাদক পানবা
দান অমনোযোগের ফল।

নাউতাক, আমাহাত হিরি, আথাব্বা সাম্পূণ্ণা গাস্থাতি সুরা পাতাপাঞ্চাশীলাং সিধাং পাতাং।

অস্যার্থ।

উন্মত্ত বা অজ্ঞান হয় না পাপকে ভয় করে

সম্পূর্ণ রূপে গমন সুরা পুণ্যে পঞ্চশীলের সিদ্ধ, পুণ্য হয়।

তিনস্মরণ সহ অষ্টশীলের প্রার্থনা।

আহাং, ভান্তে তিসারাণেনা সাহা আটাঙ্কা সাম্পান্না কাতাং উপ্পা সাত্তা শীলাং, ধাম্মায় সামি অনুগ্ গাহাং কাত্বা শীলানি দেত্তা মেভান্তে।

দুতীয়াম্পি, আহাং ভান্তে তিসারাণেনা সাহা আটাঙ্কা সাম্পান্না কাতাং উপ্পাসাত্তা শীলাং ধাম্মায়া সামি আনুগ্ গাহাং কাত্বা শীলানিদেত্তা মেভান্তে।

তাতীয়াম্পি, আহাং ভান্তে তিসারা ণেনা সাহা আটাঙ্কা সাম্পান্না কাতাং উপ্ পাসাত্তা শীলাং ধাম্মায়া সামি আনুগ্ গাহাং কাত্বা শীলানি দেত্তা মেভান্তে। আমাভান্তে।

অস্যার্থ।

আমি, প্রভু বুদ্ধর তিন স্মরণসহ অষ্ট সম্পূর্ণ বা কতিপয় উপাসনার শীল, ধর্ম্মর স্বামী অনুগ্রহ করিয়া শীল প্রদান কর আমি প্রভুবুদ্ধ। রআমার প্রভুবুদ্ধ।

বুদ্ধর প্রণাম

নামতাস্সা ভাগাবাত আরাহাত সাম্মা সাম্বুদ্ধাস্সা। .

নাম তাস্সা ভাগাবাত আরা হাত সাম্মা সাম্বুদ্ধাস সা

নাম তাস্সা ভাগাবাত আরা হাত সাম্মা সাম্বুদ্ধাসা।

অস্যার্থ।

নমঃ তস্য ভগবান, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মনুষ্য প্রভৃতির পূজনায় উৎকৃষ্ট সম্যক বোধাশ্রয়।

তিনস্মরণ।

বোদ্ধাং সারাণাং গাচ্ছামি, ধাম্মাং সারাণাং গাচ্ছামি, সাজ্ঘাং সারাণাং গাচ্ছামি।

দুতীয়াম্পি, বোদ্ধাং সারাণাং গাচ্ছামি, ধাম্মাং সারাণাং গাচ্ছামি, সাজ্ঘাং সারাণাং গাচ্ছামি।

তাতীয়াম্পি, বোদ্ধাং সারাণাং গাচ্ছামি, ধাম্মাং সারাণাং গাচ্ছামি, সাজ্ঘাং সারাণাং গাচ্ছামি।

অস্যার্থ ।

বুদ্ধস্মরণে গমন, ধর্ম্ম স্মরণে গমন, সাঙ্ঘা স্মরণে গমন।

অষ্টশীল ।

১। পাণাদি বাধা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি

২। আধিনা দানা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

৩। আব্রাহ্মা চারীয়া বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

৪। মুছাবাদা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

৫। সুরা মেরায়া মাজ্জ' পামা দাত্তানা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

৬। বিকালাভজানা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

৭। নিচ্চা গীতা বা গীতা বিসুগ্‌গা দাত্তানা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

৮। মালাগান্ধা বিলে পাণা ধারাণা মাদ্দাণা

বিভুষারাণা তানা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

অস্যার্থ।

৩। অব্রহ্মচারী অমনোযোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান

৬। বিকাল ভোজন অমনোযোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান।

৭। নাচ গাত বা গীত উৎসুক দান অম নোযোগ উত্তম ধ্যান।

৮। মালাগন্ধ বিলেপন বা ধারণ মর্দ্দন বি ভূষাতনু অমনোযোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান।

তিনস্মরণ সহদশশীলের প্রার্থনা।

আহাং ভান্তে তিসারাণেনা সাহা দাশাশীলাং ধাম্মায়া সামি আনুগ্‌গাহাং কাত্বা শীলানি দেত্বা মেভান্তে, আমাভান্তে।

(অষ্ট শীলের মত তিনবার বলিবে।)

অস্যার্থ।

আমি, প্রভু বুদ্ধর তিন স্মরণ সহদশ শীল,

ধর্ম্মের স্বামি অনুগ্রহ করিয়া শীল প্রদান কর, আমি প্রভু বুদ্ধর, আমার প্রভূ বুদ্ধ।

বুদ্ধ প্রণাম।

নাম তাস্ সা ভাগাবাত আরাহাত সাম্মা সাম্বু দ্ধাসা। (অষ্ট শীলের মত তিন বার বলিবে)।

তিস্মরণ।

বোদ্ধাং সারাণাং গাচ্ছামি, ধাম্মাং সারাণাং গাচ্ছামি; সাঙ্ঘাং সারাণাং গাচ্ছামি। (অষ্ট শীলের মত তিন বার বলিবে)।

দশশীল।

(অষ্ট শীল সমুদয় নিম্নে লিখিত দুই শীল)

৯। উচ্চা শায়ানা মাহাশায়ানা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

১০। জাতারূপা রাজাতা পাতি গাহানা বেরামানি শিক্ষা পাদাং সাম্মা ধায়ামি।

অস্যার্থ।

৯। উচ্চশয়ন বা মহাশয়ন অমনোযোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান।

১০। শোণা রজত বা তাহার অলঙ্কারে অমনোযোগ শিক্ষা পদ উত্তম ধ্যান।

কাম্মাতাং।

কাপিল বস্ত্র সেবনে ক্ষমাপ্রার্থনা।

* পাটি সাঙ্খায়নিস, চীবারাং পাটিসেবামি য়াবাদেবা, শীতাস্সা পাটিঘাতায়া, উণ্হাস্সা পার্টিঘাতায়া, ডাংশামাগ্গাস্সা, বাতা তাপ্পা সারিসাপ্পা, সাম্পাস্শানাং পাটিঘাতায়া, য়াবা-দেবা, হিরিগপিণ্ণা, পাটিচ্ছাদানাত্তাং।

অস্যার্থ।

প্রতি সঙ্খ্যানিশ্চয় কাপিল বস্ত্র প্রতি সেবনে যেকথেক শীতের প্রতিঘাত, উষ্ণর প্রতি ঘাত, ডাঁশ, মশাদি, বায়ু, তাপ, সর্প প্রভৃতির স্পর্শনের প্রতিঘাত, আর কথেক লজ্জা আচ্ছাদন হয়।

পিণ্ড সেবনে ক্ষমা প্রার্থনা।

পাটি সাঙ্খায়নিস, পিণ্ডা [illegible]তাং পাটিসে-

---

* পাটি সাঙ্খা কাম্মাতাং বুদ্ধাচারী চামানির জাপকরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বামি, নেবাদাবায়া, নামাদ্দানায়া, নামাণ্ডানায়া, নাভূষানায়া, য়াবাদেবা, ইমাস্‌সা, কায়াস্‌সা, ঠিতিয়া, য়াপানায়া বিহিংসু পুবতিয়া, ব্রাহ্মাচারীয়া, নুগ্‌গা হায়া, ইতি পুরানাঞ্চা, বেদানাং উপ্‌পাদেসামি, য়াত্রাচামে, ভাবেস্‌সাতি, আনা বাজ্জাতাচা, ভাসুবিহারচা।

অস্যার্থ।

প্রতিসঙ্খ্যা নিশ্চয়, পিণ্ড আধারে প্রতি সেবনে নব্য দাবান বা মর্দ্দন ন্যায়না, মণ্ড ন্যায়না। বিভূষান্যায় না যে কথেক এই কায়া স্থিতি যে প্রাণের যে বিহিত পুরিত, ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়াদি শাসন এই পুরাতন বেদনা নিবারণ, নুতন বেদন উপদেশেনা, যৎকিঞ্চিৎ আমার শক্তিঃ হয় অনবজ্জির্ত নিরুদ্বেগে গমন করিতে হয়।

আশ্রম সেবনেক্ষমা প্রার্থনা।

পাটি সাঙ্খায়নিস, সেনা সানাং পাটি সেবামি য়াবাদেবা, শী●াস্‌সা, পাটিঘাতায়া, উণ্ণাস্‌সা, পাটিঘাতায়া, ডাংশা মাগ্‌গাশা, বাতাতাপ্‌পা সারিসাপ্‌পা, সাম্পাশানাং, পাটি ঘাতায়া, য়াবা-

দেবা, উতু পারিসায়া, বিনদানা পাটিসাল্লা নারামাত্তাং।

অস্যার্থ।

প্রতিসঙ্খ্যা নিশ্চয়, আশ্রম প্রতিসেবনে যে কথেক শীতের প্রতি ঘাত, উষ্ণর প্রতিঘাতা ডাংশ, মাশাদি, বায়ু তাপ, সর্প প্রভৃতির স্পর্শন প্রতিঘাত, ঋতুর পরিসয্যা বিনাদান, প্রতিশালা নরমত্ত।

ঔষধ সেবনে ক্ষমা প্রার্থনা।

পাটি সাঙ্খায়নিস, গিলানা পাচ্চায়া, ভেষাজ্জা পারিক্ষারাং পাটীসেবামি, য়াবাদেবা, উপ্পান্নানাং বেয়্যা ব্যাধি গানাং, বেদানানাং, পাটিঘাতায়া আব্যা পাচ্চা পারামাত্তায়া।

অস্যার্থ।

প্রতি সঙ্খ্যানিশ্চয়, গিলনের নিমিত্তে ঔষধ পথ্য প্রতি সেবন যে কথেক ন্যাস্ত বস্তু ব্যায় করিয়া রোগ বা বেদনার প্রতিঘাত, অচ্ছল পর মাত্মা হয়।

দশ প্রকার ধ্যান।

*পাথাবী কাস্‌সিণাং, আবকাস্‌সিণাং তেজকাস্‌সিনাং বায়কাস্‌সিণাং নীলাকাস্‌সিণাং পিতাকাস্‌সিণাং, লহিতাকাস্‌সিণাং, অদাতা কাস্‌সিনাং, আলিকাকাস্‌সিনাং আকাশাকাস্‌ সিনাঞ্চিতি ইমানি দাশা কাস্‌সিনানিনামা।

অস্যার্থে।

পৃথিবী আকর্ষণ, জলাকর্ষণ, তেজঃ আকর্ষণ বায়ু আকর্ষণ, নীল আকর্ষণ, পীতা আকর্ষণ, লোহিত আকর্ষণ, শুভ্র আকর্ষণ, আলোক আকর্ষণ আকাশ আকর্ষণ এই দশটি আকর্ষণ, নামে কাস্মাতাং।

মৃত্যু দেহ দশ প্রকার পরিবর্ত্তণ কাস্মাতাং।

উদ্ধুমাতাকাং, বিনীলাকাং বিপুপ্‌পাকাং বিচিত্তাকাং' বিক্ষাহিতাকাং, বিক্ষিত্তাকাং, হাতা

---

* এই দশ প্রকার পদার্থের মধ্যে কোন এক প্রকার পদার্থের গুণাদির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন পূর্ব্বক নির্ণয় করা আমার পঞ্চাত্মা পূর্ব্বোক্ত পদার্থের দ্বারা নির্ম্মাণ হইয়াছে।

বিক্ষিত্তাকাং, লহিতাকাং, পুলুবাকাং, আথিকা, ক্বাতি ইমানি দাশা আস্বুভানামা ।

অস্যার্থ ।

স্ফীতাকার, বিনীলাকার, বিপূযাকার, বিচিত্রা কার, বিকৃতাকার, বিকৃতী আকার, হত বিকৃতি আকার, লোহিতাকার, পোকাকার, অস্থি আকার খোলস, এই দশটি অসুভ নামে কার্ম্মাতাং ।

দশসঙ্গ কাম্মাতাং ।

বোদ্ধানুসাথী, ধাম্মানুসাথী, সাঙ্ঘানুসাথী শীল্লানুসাথা, জাগানুসাথী, দেবাতানুসাথী উপ্ পাসামানুসাথী, মারানানুসাথী, কায়াকাতাসাথী আনাপীনাসাথী চেত্তি ইমানিদাশানুসাথী য়নামা ।

অস্যার্থ ।

বুদ্ধঅনুসাথী, ধর্ম্মঅনুসাথী সাঙ্ঘানসাথী শীল-অনু সাথী, জাগা অনুসাথী, দেবতানুসাথী, উপশম

অনুসাথী, মরণঅনুসাথী, কায়াসাথী, নিশ্বাসপ্রশ্বাস সাথী এই দশটা অনুসাথী নামে কাম্মাতাং।

অরুপকাম্মাতাং।

মিত্তা কারুণা মুদিতা উপেক্ষা চেত্তি ইমাচা তাশ, আপ্পামাঞ্ঞা য়নামা, আহারে পাটিকুলা-স্যাঞ্ঞা একাসাঞ্ঞায় নামা, চাতুধাতু বাবাত্তাণাং একা বাবাত্তানাং নামা, আকাসা নাঞ্চায়াতানাং বিঞ্ঞা-নাঞ্চায়াতানাং আকিঞ্চাঞ্ঞাত্তানাং নেত্তাসাঞ্ঞানাসা ঞ্ঞাতানাঞ্চেতি, ইম্মানিসাত্তাশা আরুপানামা।

অস্যার্থ।

মিত্র করুণা মুদিত উপেক্ষা চিত্ত এইসে অপম জ্ঞয় নাম, আহারে প্রতি কুলসংজ্ঞা একসং জ্ঞানাম, চারিধাতু বাবা তান এক বাবা তাননাম, আকাশে নঞ্চয় তান, বিজ্ঞান ঞ্চয় তান, অকিঞ্চ জ্ঞাতান, নেত্রস্বজ্ঞান স্বজ্ঞাত চিত্ত, এইসে অরুপ নাম।

কাম্মাতাং।

সাব্বে সাত্তা, সাব্বে পানা, সাব্বে ভুতা, সাব্বে পুগ্গাল, সাব্বে আত্তা ভাবা পারিয়া পান্নাং সাব্বে

ইন্ত্রিয়, সাব্বে পুরিষ, সাব্বে আরিয়া, সাব্বে আনা রিয়া, সাব্বে মানুষা, সাব্বে বিনি পাতাকা।

অস্যার্থ।

সর্ব্বেসৎ, সর্ব্বে প্রাণ, সর্ব্বে ভূত, সর্ব্বে পশু পক্ষি, সর্ব্বে আত্মাভব পরি প্রাণী, সর্ব্বে নারী, সর্ব্বে পূরুষ, সর্ব্বে আরিয়া, সর্ব্বে আনারিয়া সর্ব্বে দেবতা, সর্ব্বে মনুষ্য, সর্ব্বে অসুর।

কাম্মাতাং।

আবেরাহন্তু, আব্যা পাচ্ছাহন্তু, আনিক্‌কা হন্তু, সুখি আত্তানাং পারিহারান্তু, য়েঞ্চা যেঞ্চা পেয়া দুঃখামুজান্তু, য়াথালাদ্ধা, দাম্পাত্তিত, মাবে গাচ্ছান্তু, কাম্পানাকা।

অস্যার্থ।

অশত্রুতা বিনাশ, অহিংসা বিনাশ, অশা-ন্তুতা বিনাশ, সুখাত্মা হয়,, পরিহরন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রিয়র দুঃখমোচন, যথ লদ্ধ সম্প ত্তিঅচ্ছন্ন গমন কল্প শকঃ।

পঞ্চাত্মা কাম্মাতাং।

রূপানা খান্ধা আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, বেদা নাখান্ধা আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, সাঞ্ঞানা খান্ধা আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, সাংখারা খান্ধা আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা বিঞ্ঞানা খান্ধা আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, ইমে পাঞ্চা খান্ধা আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা।

অস্যার্থ।

রূপ আত্মা স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা বেদনাত্মা স্পাহার অভাব দুঃখ অনাত্মা স্বজ্ঞান আত্মা, স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, সংখ্যার আত্মা স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, বিজ্ঞান আত্মা স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, এই পঞ্চ আত্মা স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা,

বার ইন্দ্রিয় যত্ন কাম্মাতাং।

চাক্ষুয়াতানাং আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, শাতা

য়াতানাং অনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, ঘানায়াতানাং আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, জিহ্বা য়াতানাং আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, কায়া য়াতানাং আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, রূপা য়াতানাং আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্ত শাদ্ধা য়াতানাং আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, গান্ধা য়াতানাং আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, রাস্‌সা য়াতানাং আনিচ্ছা দুখা আনাত্তা, ভতাপ্‌পা য়াতানাং আনিচ্ছা দুখা আনাত্তা, মানা যাতানাং আনিচ্ছা দুখা আনাত্তা ধাম্মা য়াতানাং আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা।

অস্যার্থ।

চক্ষু যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা শ্রুত যত্ন স্পৃহার অভাব দঃখ অনাত্মা গান যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, জীহ্বা যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা কাযার যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, রূপ যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, শ্রদ্ধা যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, গন্ধ যত্ন স্পৃহাব অভাব দুঃখ অনাত্মা রস যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, ভো,

তাপ যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, মনঃ যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, ধর্ম্ম যত্ন স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা।

বার ইন্দ্রিয় ধাতুর কাম্মাতাং।

চাক্ষু ধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, শাতা ধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, ঘানাধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, জিহ্বা ধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, কায়া ধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা রূপাধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, শাদ্ধা ধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, গান্ধা ধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, রাস্সা ধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, ভ তাপ্পা ধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা, মানাধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা ধাম্মা ধাতু আনিচ্ছা দুঃখা আনাত্তা

অস্যার্থ।

চক্ষু ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনত্মা, শ্রুত ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, গান ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, জীহ্বা ধাতু স্পৃহার

অভাব দুঃখ অনাত্মা, কায়া ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, রূপ ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা শ্রদ্ধা ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনত্মা গন্ধ ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, রস ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, ভোতাপ ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, মনঃ ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা, ধর্ম্ম ধাতু স্পৃহার অভাব দুঃখ অনাত্মা।

ক্ষমাপ্রার্থনা।

মামা শিরাস মুনীন্দা, ধাম্মা রাজা কিরীটা য়ামা লালাটা তিলাকা বুদ্ধ ধাম্মা নিরুদ্ধা, মামা সাকালা শারীরা ভূষাণা সাংঘা কাত্বা পাপাদিম্মে ক্ষান্তাং।

অন্যাথ।

মম শিরে সে মুনীন্দ্র, ধর্ম্ম রাজকিরীট, মম ললাটে তিলক বুদ্ধ ধর্ম্ম নিরুদ্ধ, মম সকল শরীর ভূষণ সাংঘা পাপ অধীনকে ক্ষমা কর।

মুক্ত প্রার্থনা।

বোদ্ধাহাং ভত্তিয়ার সামি, মুত্তাহাং মুত্তায়া পাবে, তিন্নাহাং তারায়া সামি, সাংসারগা মাহা ভায়া, কাল্পারূপা সাত্তানাং চিন্তা মানি আপানেনা মাতাবে সাব্বা সাত্তানাং, জাতি জাতিয়াং ভাবা ভাবে।

অস্যার্থ।

বুদ্ধ ভক্তের স্বামী, মুক্ত মুক্ত করিতে পারে তৃণ তরাণের স্বামী সংসারোগ মহাভয় কল্পরূপে সত্য চিন্তা মনি আপনাকে মাতাগর্ভে সর্ব্ব জীবে জন্মে জন্মে ভাব ভাবে।

বোদ্ধবন্দনা।

এবাং আচিন্তয়া বোদ্ধাং জীবিতাং এবাং নিব্বানাং সারাণাং গাচ্ছামি, এচা বোদ্ধা অতি তাজা এচা বোদ্ধা আনাগাতা, পাচ্চু পাগ্গাচা এবুদ্ধা আহাং বান্দামি সাব্বাদা।

অস্যার্থ।

এই অচিন্তিয় বুদ্ধ জীবিত, এই নির্ব্বান স্মরণে আমি গমন, এই বুদ্ধ অতিতেজঃ এই বুদ্ধ অনাগত পাচ্চু পাপ্পাচা, এবুদ্ধ, আমি সর্ব্বদা বন্দনাকরি।

সর্ব্বদানের শ্রেষ্ঠ।

সাব্বেসাং, সাব্বাদানানাং আন্নাং পানাঞ্চা উত্তামাং, দাত্তাব্বাং সাব্বা কালেনা, তিবিতাং সুখাং লাভান্তি।

অস্যার্থ।

সর্ব্বস্য সর্ব্ব দানেন অন্ন পানঞ্চ উত্তম, দাত্তব্য সর্ব্ব কালেন তীব্র সুখ লাভন্তি।

চিত্তপরিশুধা।

জালেনা, পাবাদি পাঙ্কা জালেনেবা পারিশু-সাধি, চিত্তেনা পাবাদি পাপাং চিত্তেনেবা পারি-শুসাধি।

অস্যার্থ।

জলে পবাদি পঙ্ক নব্য জলে পরিশুদ্ধ, চিত্তে পবাদি পাপ নব্যচিত্তে পরিশুদ্ধ।

স্বচিত্তেবুদ্ধ।

সাব্বা পাপাস্সা আকারাণাং কুশালাসসা উপাসাম্পাদাং সাচিত্তা পারিয়ে দাপানাং, এতাং বুদ্ধানুশাসানাং।

অস্যার্থ।

সর্ব্ব পাপ অকারণ কুশল উপসম্পাদ স্বচিত্তে পরিয়ে দর্পণ,, এতাবৎ বুদ্ধানু শাসন।

উপাসনার ফল

সাক্ক দেবারাজা ইমে আপি কিঞ্চি পাণাদি বাধা বেরামানি, দানাং দাত্বা, শীলাং সামাদাত্বা-উপ্‌পসাত্তা কাম্মাং কারিত্বা, জাম্বুদীপা দীপ্‌পাম্মে মাহারাজা উপাচ্ছাদি।

অস্যার্থ।

হেদেবরাজ এই পুণ্য মত নানা প্রকার প্রাণা-

দিবধ অমনোযোগ, দান দেওয়া, শীলসমভাবে আচারণ করা উপাসনা সৎকর্ম্ম করিলে জম্বুদ্বীপে মহারাজা হয়।

প্রদীপদ্বারা পূজা।

ঘানাসাবাড়া পাদোপেনা দীপেনা, তামাদাং সিনা তিলকা দীপাং সাম্বুদ্ধাং পুজায়ামি তাথা গাতাং।

অস্যার্থ।

ঘনস্ববড় প্রদীপেন দীপেন, তমদর্শীন লিলক দীপে সম্বুদ্ধ পূজী আমি তথাগত।

প্রার্থনা।

ইমেনা পুঞা কামেনা বুদ্ধহমি, আনাগাত্তে মেত্তেয় নামা সাম্বুদ্ধ দাশানাং ব্যাকারানাং লাভে দাশানাং ব্যাকারানাং লাভিত্বানা বাড়াং নিব্বানাং পাপুনি সামি।

অস্যার্থ।

এই পুণ্য কামনা বুদ্ধ হন অনাগত, মিত্রনামে সম্বুদ্ধ দর্শন ব্যাকরণ লাভে দর্শন ব্যাকরণ লাভ-করে প্রধান নির্ব্বান প্রাপ্তস্বামি।

বুদ্ধনিৰ্ব্বান প্ৰাপ্ত।

এবং মেসুত্তা একাং সামায়াং বুদ্ধ ভাগাবা কুসি নারাং, মালারাজা, সালাবানে, বিশাকে পুন্নামিয়াং মাঙ্গালা বারা বুদ্ধ নিবৰ্বাং তাথাগাতা।

অস্যাৰ্থ।

এই আমরা শুনি একসময় বুদ্ধ ভগবান কুশি-নারা দেশে মালারাজা সালবনে বৈশাক পুর্ণমাসি মঙ্গলারে বুদ্ধ নিবৰ্বান তথাগত।

সম্পূর্ণ।